জা-আল হাক্ব ১৪

الإمام أبو حنيفة

رحمه الله

মুহাদ্দিসগণের সত্য সাক্ষ্যের আলোকে

ইমাম আবূ হানীফা رحمه الله

[ব্যক্তিত্ব ও মাযহাব]

অনুবাদ ও সংকলন : কামাল আহমাদ
সম্পাদনা : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

জা-আল হাক্ব ১৪

الإمام أبو حنيفة رحمه الله

মুহাদ্দিসগণের সত্য সাক্ষ্যের আলোকে

ইমাম আবূ হানীফা رحمه الله

[ব্যক্তিত্ব ও মাযহাব]

মূল:

শাইখ যুবায়ের আলী যাই ﵀

শাইখ মোস্তাফা যহির আমানপুরী (হাফিজাহুল্লাহ)

মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া গোন্দলাভী ﵀

শাইখ মুহাম্মাদ সালাফি (হাফিজাহুল্লাহ)

মুহাদ্দিস বাদিউদ্দিন শাহ আর-রাশেদী ﵀

শাইখ আবূ মুহাম্মাদ খুররাম শাহজাদ (হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও সংকলন: **কামাল আহমাদ**

সম্পাদনা: **ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)**

দারুলকারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানের মণিমুক্তা আহরণের সুযোগ করে দিয়ে মানবজাতীকে ধন্য করেছেন, যার দয়ায় সমস্ত সৃষ্টিকুল বেঁচে আছে। অতঃপর লাখো-কোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, যিনি আগমণ করেছিলেন মানব ও জিন জাতিকে হেদায়াত প্রদর্শনের জন্য, যাকে না পেলে আমরা অন্ধকারের অতল তলে নিমজ্জিত থাকতাম, যার পরশ পেয়ে জাহেলী যুগের মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রহমাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

নিকট অতীতে যেসকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী প্রসিদ্ধি দান করেছেন এবং স্বীয় বান্দাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন সৌভাগ্যবান হলেন ইমাম, ফক্বিহ ইমাম আবু হানিফা ﵀ (মৃ. ১৫০)। আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় তাঁকে আবৃত্ত করুন, যার দ্বারা অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছেন, যাদের সংখ্যা স্রেফ আল্লাহ-ই জানেন।

কোনো বড় মানুষ সম্পর্কে তিন শ্রেণীর লোক থাক—

(১) তার প্রতিটি কথাকে গ্রহণকারী মুকাল্লিদ এবং তার স্তুতি ও প্রশংসাকারী।

(২) তার প্রতিহিংসা পোষণকারী ও মানুষদেরকে তার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।

(৩) মধ্যমপন্থী, যারা তার ভাল দিকগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং এটাও মনে করেন যে, মানুষ হওয়ার দরুন তার ভুলও হতে পারে। সুতরাং তার ভাল কর্ম ও অপরিসীম খেদমতের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা একে স্রেফ সমালোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানান না। অবশ্য তার ভুলগুলো সম্পর্কে সতর্ক করার ব্যাপারে তারা কোনো দ্বিধা-সংকোচ করেন না। বরং জ্ঞানী-গুণীদের দায়িত্ব

হলো, সাধারণ জনগণকে এরূপ ভুলসমূহ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া এবং হক ও ইনসাফের সাথে সিরাতে মুস্তাক্বীম-এর পথে দিকনির্দেশনা দান করা। আমাদের পূর্বসূরীদের পথ ও পন্থা এটিই ছিল। আর এটিই সালাফীদের পথ। ইমাম আবূ হানিফা ﵀ সম্পর্কেও অনেকটাই এরকম ঘটেছে বলে মনে হয়।

উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রশংসাকারীরা প্রসংশা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। যেমন,

يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ

অর্থাৎ ‘আমার উম্মতের মাঝে এমন একজন ব্যক্তি আসবে যার নাম আবূ হানীফা। সে আমার উম্মতের প্রদীপতুল্য’।[১]

سَيَأْتِيْ بَعْدَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ اَلْكُوْفِيُّ وَيُكْنَى بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ لَيُحْسِنُ دِيْنَ اللهِ وَسُنَّتِيْ عَلَى يَدِهِ

অর্থাৎ ‘অচিরেই আমার পরে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার নাম হবে নু‘মান ইবনু সাবেত আল-কূফী, যার উপনাম হবে আবূ হানীফা। সে আল্লাহর দ্বীন ও আমার সুন্নাহকে নিজ হাতে সাজাবেন’।[২]

يَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَبَيْنَ كَتِفِهِ خَالٌ يُحْيِ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدِهِ سُنَّتِيْ

অর্থাৎ ‘আমার উম্মতের মাঝে আবূ হানীফা নামে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার কাঁধে তিলক থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার হাতেই আমার সুন্নাহকে জিন্দা করবেন’।[৩]

আলী ﵁ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত,

ألا أنبئكم برجل من كوفتكم هذه يكنى بأبي حنيفة قد ملئ قلبه علما وحكما وسيهلك به قوم في آخر الزمان الغالب عليهم التنافر يقال لهم البنانية كما هلكت الرافضة بأبي بكر وعمر ‘

সাবধান! তোমাদের কূফাবাসীর মধ্য থেকে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার উপনাম হবে আবূ হানীফা। তার অন্তর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে।

---

১. তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৩০; জামেউল মাসানীদ, ১/১৪; কিতাবুল মাওযূআত, ১/৩৫৫; আল-লাআলিউল মাওযূআত, ১/৪১৭; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআহ, পৃ. ৪২০; তাযকিরাতুল মাওযূআত, পৃ. ১১১; আল-লু‘লুউল মারসূ‘, হা/৭; কিতাবুল মাজরূহীন, ৩/৪৬; মীযানুল ই‘তিদাল, ১/১০৬; লিসানুল মীযান, ১/১৯৩)

২. তারীখে বাগদাদ, ২/২৮৯; জামেউল মাসানীদ, ১/১৬; কিতাবুল মাওযূআত, ১/৩৩৫; আল-লাআলিউল মাওযূআত, পৃ. ৪১৭; তানযীহুশ শরীআহ, ২/৩০; মীযানুল ই‘তিদাল, ৪/৬৬; আল-কামেল, ১/১৮২)

৩. জামেউল মাসানীদ, ১/১৮)

তার মাধ্যমে সে সময়ের সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ ফেরক্বা 'আলবানানিয়্যাহ' ধ্বংস হবে। যেমন আবূ বকর ও উমার ﵄-এর মাধ্যমে রাফেযীদের ধ্বংস হয়েছিল'।[৪]

জবাব: হানাফীদের অনেক ফিকহ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু পূর্বের মুহাদ্দিসীনে কেরাম উক্ত ঘটনাবলীকে জাল মিথ্যা হিসেবে ঘোষণা করে তাঁদের জাল মাওযূআত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তারপরও উক্ত ঘটনাবলী অনেক অন্ধ মুকাল্লিদ প্রচার করে থাকেন।

এসব বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এসব বর্ণনা দুর্বল, মিথ্যা ও জাল। এসব বর্ণনাকারীরা নিম্নোক্ত হাদীসের মূল টার্গেট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ যে জেনে-বুঝে আমার নামে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[৫]

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো জাল হিসেবে জানা সত্ত্বেও বর্ণনাকারীরা তা বর্ণনা করে থাকলে সকলের ঐকমত্যে তারা ফাসেক্ব। কেননা সকলের ঐকমত্যে জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। আর যদি তারা হাদীসগুলোর জাল হওয়া না জেনে বর্ণনা করেন, তাহলে তারা মূর্খ ও বিভ্রান্ত।

এ হাদীসগুলো যে জাল তা হাদীসের শব্দ থেকেই বুঝা যায় এবং মুহাদ্দিসগণও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। নূর উদ্দীন আলী ﵀ বলেছেন,

سيأتي من بعدي رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى أبا حنيفة ليحيين دين الله وسنتي على يديه (خط) من حديث أنس من طريق أبان وعنه أبو المعلي ابن المهاجر مجهول وعنه سليمان بن قيس كذلك وعنه محمد بن يزيد بن عبد الله السلمي متروك (عد) من طريق الجوبباري وناهيك به كذابا.

'অচিরেই আমার পরে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার নাম হবে নু'মান ইবনু সাবেত আল-কূফী, তার উপনাম হবে আবূ হানীফা। "সে আল্লাহর দ্বীন ও আমার সুন্নাহকে নিজ হাতে জিন্দা করবেন" মর্মে বর্ণিত হাদীসটি আবান আনাস ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবুল মুআল্লা ইবনুল মুহাজির বর্ণনা করেছেন যিনি মাজহূল তথা অপরিচিত রাবী। তার থেকে সুলায়মান ইবনু ক্বায়স বর্ণনা করেছেন তিনিও মাজহূল রাবী। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু

৪. জামেউল মাসানীদ, ১/১৭

৫. সহীহ্ বুখারী, হা. ৩৪৬১; সহীহ্ মুসলিম, হা. ৩

আব্দিল্লাহ আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন, যিনি মাতরূক (প্রত্যাখ্যাত) রাবী। হাদীসটি আল-জুওয়াইবারীর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তার ব্যাপারে আর কী বলব, সে তো মিথ্যুক।[৬]

তিনি উল্লিখিত বর্ণনার পূর্বে বলেছেন,

حديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي (قا) من حديث أنس وفيه أحمد الجويباري وعنه مأمون السلمي وأحدهما وضعه وذكر الحاكم في المدخل أن مأمونا قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان فقال حدثنا أحمد إلخ فبان بهذا أنه الواضع له فعليه من الله ما يستحقه وجعلوه أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه الخطيب من طريق محمد بن سعيد المرزوي البورقي قال الحاكم والخطيب وهو من وضعه.

‘ইমাম শাফিঈ ﵀ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (ইমাম শাফিঈ), সে আমার উম্মতের জন্য শয়তানের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর (নাঊযুবিল্লাহ)। আর আমার উম্মতের মাঝে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম আবূ হানীফা, সে আমার উম্মতের জন্য প্রদীপস্বরূপ, সে আমার উম্মতের জন্য প্রদীপস্বরূপ। নূর উদ্দীন ﵀ বলেন, হাদীসটি আনাস ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়। এর সনদে জুওয়াইবারী নামক রাবী রয়েছে যার থেকে মামূন আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন। আর তাদের দুজনের একজন হাদীসটিকে জাল করেছেন। ‘আল-মাদখাল’ গ্রন্থে তিনি বলেন, মামূনকে বলা হয়েছিল, ইমাম শাফিঈ ও তার খুরাসানের অনুসারীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তরে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতএব স্পষ্ট হয় যে, তিনি এ হাদীসটি জালকারী। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার যা প্রাপ্য সে পাবে। সে উক্ত হাদীসটি আবূ হুরায়রা ﵁-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন, যা মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল-মারওয়াযী আল-বুরাক্বীর সূত্রে খত্বীব আল-বাগদাদী ﵀ উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম ও খত্বীব আল-বাগদাদী ﵀ বলেছেন, মামূন-ই এই হাদীসের জালকারী’।[৭]

৬. তানযীহুস শরীআহ, ২/৩০; কাশফুল খাফা, ১/৩৩, তিনি বলেছেন, হাদীসটি জাল।
৭. তানযীহুস শরীআহ, ২/৩০

ক্বাযী মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী ﵀ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي হাদীসটি সম্পর্কে বলেন,

وهو موضوع وفي اسناده وضاعان مامون السلمي واحمد بن عبد الله الجويباري والوضع له أحدهما

অর্থাৎ 'হাদীসটি মাওযূ' (জাল)। এর সনদে দুজন জাল হাদীস বর্ণনাকারী রয়েছে—

১. মামূন আস-সুলামী ও ২. আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-জুওয়াইবারী। তাদের একজন হাদীসটি জাল করেছেন'।[৮]

শায়খ ইবনু তাহের ﵀ বলেন, আস-সাগানী ﵀ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদীসটি মাওযূ' তথা জাল'।[৯]

আল্লামাতুত দাহার বা যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুজাদ্দিদে-দ্বীন বলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা ও শাফিঈ ﵀-এর প্রংশসা ও অপমান সম্পর্কে কোনো সহীহ্ হাদীস প্রমাণিত নেই। আর এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সব মিথ্যা ও জাল'।[১০]

সুতরাং চার ইমামের মধ্য হতে ইমাম আবূ হানীফা ﵀-কে অন্যদের উপর মর্যাদা দানের কোনো ভিত্তি নেই। বরং তারা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের আনসার বা সাহায্যকারী এবং দ্বীনের মজবূত অনুসারী ছিলেন।

মীযানুশ শা'রানী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الأئمة الأربعة كلهم على هدى من ربهم

অর্থাৎ 'চার ইমামের সকলেই আল্লাহর সাহায্যে হেদায়াতের উপর ছিলেন'।[১১]

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন) (হাফিজাহুল্লাহ)

৮. আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআহ, পৃ. ৪২০, রাবী নং ১৮৫
৯. তাযকিরাতুল মাওযূআহ, 'আল-আইম্মাতুল আরবাআহ' অধ্যায়, পৃ. ১০১
১০. সাফরুস সা'দাত ফারসী মা' শরহে আব্দুল হুক্ব, পৃ. ৫২৩
১১. আল-মীযানুল কুবরা, ১/৩৬

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৬
বইটির কিছু নীতিমালা	১৮
ক) ইসলামী দলীল-প্রমাণ (কুরআন-সুন্নাহ) পরস্পর বিরোধী নয়	১৮
খ) সহীহ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়?	২১
হাদীসের দ্বন্দ নিরসনে কয়েকটি নীতি	২২
(১) ইজমা বা ঐকত্যের সহীহ হাদীস:	২২
(২) ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যে জমহুর বা অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। স্বল্প সংখ্যকের সিদ্ধান্ত যঈফ গণ্য হবে:	২৩
বর্ণনাকারীদের ভিত্তিতে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা:	২৪
গ) মু'মিনদের পারস্পরিক বিরোধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফেরা এবং মু'মিনদের পথের অনুসরণকে আঁকড়ে থাকা	২৫
ঘ) মু'মিনদের মধ্যে যাদের সাক্ষ্য প্রাধান্য পাবে তারা হলেন সত্যের সাক্ষ্যদাতা জ্ঞানীগণ। কিন্তু মুক্কাল্লিদ 'আলেম' এই বৈশিষ্ট্যের নয়।	২৬
ঙ) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ইলমের অধিকারী এবং ফাসেক্ব তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য:	৩০
চ) সনদ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সনদহীন বর্ণনা বাতিল।	৩৬

অধ্যায়-১ ৩৭
তাহক্বীক্বের চাবি ৩৭
'ফাযায়েলে আবূ হানীফা' সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহ ৩৭
ক) 'ফাযায়িলু আবি হানীফা ওয়া আখবারুহু ও মানাক্বিবুহু' ৩৯
খ) মানাকিবুল ইমাম আবি হানীফা ৪২
গ) মানাকিবে আবি হানীফা লিল কারদারি ৪৩
ঘ) উকূদুজ জুমান ফী মানাক্বিবিল ইমামিল আ'যম আবি হানীফা আন-নু'মান ৪৩
ঙ) আল-খয়রাতুল হিসান ফি মানাক্বিবিল ইমামুল আ'যম আবি হানীফা আন-নু'মান ৪৪
চ) তাবয়িযুস সহীফাহ ফি মানাক্বিবিল ইমাম আবি হানীফা ৪৪
ছ) 'মানাক্বিবুল ইমাম আবি হানীফা ওয়া সাহিবিহি আবি ইউসুফ ওয়া মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান' এবং 'সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা' ৪৪
জ) তাহযীবুল কামাল ৪৫
ঝ) তাহযীবুত তাহযীব ৪৫
ঞ) আখবারু আবি হানীফা ও আসহাবুহু ৪৫
ট) তারীখে বাগদাদ ৪৭
ঠ) আল-ইনতিক্বা ৪৭
ড) উর্দূ কিতাবসমূহ ৪৭
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর নিজের লিখিত কিতাব ৪৮
অধ্যায়-২ ৫০
সরফরায খান সফদারের 'মাক্বামে আবি হানীফা' গ্রন্থের তাহক্বীক্ব ৫০
অধ্যায়-৩ ৬৭
ইমাম আবূ হানীফা ﵀ সম্পর্কে ইয়াহইয়া মাঈন ﵀ ৬৭

যে বর্ণনাগুলোতে সিক্বাহ বা গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে ৬৭
ইমাম ইয়াহইয়া মাঈনের আদালতে ইমাম আবূ হানীফা ﵀ ৮৪
তা'দিল সম্পর্কিত উদ্ধৃতি ৮৪
অধ্যায়-৪ ৯২
ইমাম আবূ হানীফা ﵀ ফারসী ছিলেন না ৯২
অধ্যায়-৫ ৯৮
ইমাম আবূ হানীফা কি তাবেঈ ছিলেন? ৯৮
হানাফীদের দাবিকৃত ইমাম আবূ হানীফা ﵀ তাবেঈ ছিলেন না ১০৫
ইমাম আবূ হানীফা ﵀ কি তাবেঈ ছিলেন? ১১৫
ইমাম আবূ হানীফা ﵀ কে তাবেঈ মানলে সমস্যা কোথায়? ১১৫
সাহাবীর সংজ্ঞা ১১৭
মুহাদ্দিসগণ নিকটে তাবেঈর সংজ্ঞা ১১৮
সাহাবীর সঙ্গে আবূ হানীফা ﵀ এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় ১২০
সাহাবী থেকে ইমাম আবূ হানীফা ﵀ এর হাদীস গ্রহণ প্রমাণিত নয় ১২৩
সাহাবীকে আবূ হানীফা ﵀ দেখেছেন (রুয়্যাত) একথাও প্রমাণিত নয় ১২৫
তাবেঈ হওয়ার জন্য রুয়্যাত যথেষ্ট নয় ১২৭
রুয়্যাত আর মুলাকাতের মাঝে পার্থক্য ১২৮
ইমাম আবূ হানীফা ﵀ মূলত সাহাবীদের যুগ পেয়েছেন ১৩০
সরাসরি সাহাবী ﵁ থেকে ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর বর্ণিত হাদীসের মান বিশ্লেষণ ১৩৩
অধ্যায়-৬ ১৪২
ইমাম আবূ হানীফা ﵀ কি কোনো কিতাব লিখেছেন? ১৪২
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর নামে প্রচলিত কিতাবসমূহ ১৪৫
অধ্যায়-৭ ১৫৮

ইমাম শাফেঈ ﵀ কি ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর ক্বরে গিয়েছিলেন? ১৫৮
ইমাম শাফেঈ ﵀ কি ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর ক্বরে গিয়ে দুআ করেছিলেন? ১৬০
অধ্যায়-৮ ১৬৩
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর জীবনী ও 'খয়রাতুল হিসান' নামক কিতাব ১৬৩
অধ্যায়-৯ ১৬৮
আন-নাসরুর রববানি ফি তরজামাতি: মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানি ১৬৮
অধ্যায়-১০ ১৮৫
কাযী আবূ ইউসুফ ১৮৫
অনুচ্ছেদ: কাযী আবূ ইউসুফের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর জারাহ ২০৫
অনুচ্ছেদ: কাযী আবূ ইউসুফের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিতাবসমূহ ২০৬
অনুচ্ছেদ: কাযী আবূ ইউসুফের কয়েকটি উক্তি ২০৭
কাযী আবূ ইউসুফ ও দেওবন্দীদের অসহায়ত্ব ২১০
অধ্যায়-১১ ২১৬
হাম্মাদ বিন আবি হানীফা (মৃত: ১৭৬ হি.) ২১৬
অধ্যায়-১২ ২২০
আবূ মুতি' আল-বলখি (মৃত: ১৯৯ হি.) ২২০
অধ্যায়-১৩ ২২৩
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর দাবিকৃত লেখনি ও মুরজিয়া প্রসঙ্গ ২২৩
আহলে সুন্নাতের পক্ষের আক্বীদা ('ফিক্বহুল আকবার' থেকে) ২২৩
আহলে সুন্নাতের বিরোধী মুরজিয়া আক্বীদা ('ফিক্বহুল আকবার' থেকে) ২২৪
আহলে সুন্নাত বনাম মুরজিয়া আক্বীদা ২৩৬
(এক নজরে) মুরজিয়া আক্বীদা বনাম কুরআন ও সহীহ হাদীস ২৩৬
(এক নজরে) ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে হানাফী মাযহাব বনাম ইসলাম ২৩৮

অধ্যায়-১৪ ২৪১
কুরআনকে মাখলুক্ব (সৃষ্ট) বলা প্রসঙ্গ ২৪১
হানাফীগণ যেভাবে কুরআনকে 'মাখলুক্ব' ও 'গায়ের মাখলুক্ব' উভয়ই গণ্য করেছেন। ২৪৭
ইমাম আহমাদ ﵀-এর উক্তি ২৪৮
ইমাম বুখারী ﵀-এর আক্বীদা ২৪৯
কুরআনে বর্ণিত মাখলুক বা বান্দার কথা ২৫০
আল্লাহ তাআলার উচ্চারণ ও আওয়াজ ২৫০
অধ্যায়-১৫ ২৫৩
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনু আবি শায়বা ﵀-এর প্রতি আপত্তির জবাব ২৫৩
মুহাম্মাদ বিন উসমান ইবনু আবি শায়বাহ ﵀-এর সমর্থনে তা'দিল ২৫৭
অধ্যায়-১৬ ২৬০
ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀ -এর প্রতি মিথ্যাচার ২৬০
কুতুবে সিত্তাহ (সিহাহ সিত্তাহ) ও ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀-এর বর্ণনা ২৬২
অধ্যায়-১৭ ২৬৭
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর ছয়টি হাদীস বনাম ইমাম ইবনু আদি ﵀ ২৬৭
অধ্যায়-১৮ ২৮১
হাদীস বনাম হানাফী ফিক্বাহ ২৮১
মাসআলা-১: নব বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য পালা বণ্টন ২৮১
মাসআলা-২: যে মা প্রাণীর পেটে বাচ্চা তার যবাহ'র হুকুম ২৮২
মাসআলা-৩: ঘোড়ার গোশত খাওয়ার হুকুম ২৮৩
মাসআলা-৪: মৃত ব্যক্তির সিয়াম কাযা থাকলে করণীয় ২৮৬
মাসআলা-৫: কত চুমুক দুধপানে হুরমাত সাব্যস্ত হয়? ২৮৮
মাসআলা-৬: দান বা হেবাকৃত বস্তু ফেরত নেওয়া ২৯১

মাসআলা-৭: হারানো উটের বিধান ২৯১
মাসআলা-৮: মৃত মহিলার কাফনে তার চুল কিভাবে রাখা হবে ২৯২
মাসআলা-৯: জামাআতে ইস্তিস্কার (বৃষ্টি-প্রার্থনার) সালাত আদায় করা ২৯৩
মাসআলা-১০: ফসলের যাকাতের নেসাব (পরিমাণ) ২৯৪
মাসআলা-১১: অযুতে পাগড়ির উপর মাসাহ করা ২৯৭
মাসআলা-১২: তায়াম্মুমের পদ্ধতি ২৯৮
মাসআলা-১৩: মাগরিবের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকআত নফল সালাত ৩০১
মাসআলা-১৪: মদ থেকে সিরকা তৈরী করা ৩০২
মাসআলা-১৫: কাফিরকে হত্যার জন্য মুসলিমকে হত্যা করা ৩০৪
মাসআলা-১৬: মুসলিম ও কাফিরের দিয়াত (রক্তমূল্য) ৩০৬
মাসআলা-১৭: কুকুরের ক্রয়-বিক্রয় ও অপবিত্রতা ৩০৭
মাসআলা-১৮: কি পরিমাণ নাপাকি থেকে বেঁচে থাকা জরুরি ৩০৯
মাসআলা-১৯: অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি ৩১০
মাসআলা-২০: মদ ও মাদকতা ৩১২
অধ্যায়-১৯ ৩১৪
জারাহ ও তা'দিলের ইমামগণের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা ﵀ ৩১৪
অধ্যায়-২০ ৩৩১
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর সঙ্গত মর্যাদা ৩৩১
অধ্যায়-২১ ৩৩৪
ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর সঙ্গে ইমাম আওযাঈ ﵀-এর মুনাযারা বা বিতর্কসভা ৩৩৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبين ورضى الله عن أصحابه اجمعين ورحمة الله على من تبعهم بإحسان: السلف الصلحين، اما بعد:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর ব্যক্তিত্ব ও মাযহাব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের সত্য-সাক্ষ্য সম্বলিত এই পুস্তকটি মুসলিমদের সামনে পেশ করতে পেরেছি। কেননা অনারব মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর মাযহাবের অনুসারী। অথচ তিনি ও তাঁর মাযহাব সব-সময় কুরআন ও হাদীসের সত্য-সাক্ষ্যের সামনে সবসময় প্রশ্নবিদ্ধ বরং বিতর্কিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের (যেমন- ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম হাম্বল ﵃ ব্যক্তিত্ব ও মাযহাব এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমাকে এই পুস্তিকাটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর 'আল-ফিক্বহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা' বইটি। এ বইটি পাঠের পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা ﵀ সম্পর্কে উচ্চ সুনাম ও সম্মানের বিষয়টিই লালন করতাম। কিন্তু ডক্টর সাহেব ইমাম আবূ হানীফা ﵀-এর প্রশংসা করতে গিয়ে গ্রহণযোগ্য কয়েকজন ইমাম ও মুহাদ্দিসের নিন্দা করেছেন। আর এই শেষোক্ত বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে আঘাত করে এবং সন্দেহের বীজ বপন করে। তখন স্বাভাবিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ডক্টর সাহেবের উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ে মনোনিবেশ করি। আর এরই ফলশ্রুতি আমার এই অনুবাদ ও সংকলন সমৃদ্ধ বইটি।